দৈনিক সংবাদ

22

তারিখ 01 MAR [illegible]
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

ঢাকা : রোববার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৩

সিলেটের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট।। ছাত্ররা বই পায়নি

সিলেট, ২৪শে ফেব্রুয়ারী (জেলা বার্তা পরিবেশক)।--সিলেটে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সংকট চলছে। অনেকগুলো কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষক পদ শূন্য। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিনা মূল্যের পাঠ্য বই পায়নি।

সিলেটের ১১টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১ হাজার ১শ'৩৬। এর মধ্যে ১ হাজার ৫৬টি সরকারী ও ৮০টি বেসরকারী। সব মিলিয়ে এগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে কমপক্ষে ২ লাখ ৮৮ হাজার। এ হিসেবে শিক্ষক থাকার কথা ৫ হাজার ৭শ' ৬০ জনের মতো। অথচ নির্ধারিত পদ আছে মাত্র ৩ হাজার ৫শ' ৭টি। তার ওপর প্রধান শিক্ষকের ৭৮টি ও সহকারী শিক্ষকের ৩শ' ৫৫টি পদ দীর্ঘ দিন ধরে খালি। এমনিভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ১১টির ১টি সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ৫৪টির ২২টি ও সহকারী দাপ্তরিকের ২৪টির ১৫টি পদে শূন্যতা বিরাজ করছে।

সিলেটে এবার পর্যাপ্ত পরিমাণ বিনা মূল্যের পাঠ্য বই সরবরাহ করা হয়নি। এ যাবৎ প্রাপ্ত বইয়ের মাঝে রয়েছে প্রথম শ্রেণীর ৯২ হাজার সেট, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৫৫ হাজার সেট, তৃতীয় শ্রেণীর ৪২ হাজার সেট, চতুর্থ শ্রেণীর ২৯ হাজার সেট ও পঞ্চম শ্রেণীর ২২ হাজার সেট প্রায়। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ২ লাখ ৪০ হাজার সেটের কাছাকাছি। ফলে সদর, গোলাপগঞ্জ ও কোম্পানীগঞ্জ এ ৩টি উপজেলায় যথাক্রমে ৬০ শতাংশ, ৩০ শতাংশ ও ২০ শতাংশ ছাত্র ছাত্রীকে তা দেয়া যায়নি। অবশ্য বাদবাকী ৮টি উপজেলার চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা গেছে।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের একজন পদস্থ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে জানান, শূন্যপদগুলো পূরণের কোন উদ্যোগ নেই। তবে বইয়ের জন্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা হয়েছে এখন পর্যন্ত ফল মেলেনি।